The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 3 No. 6 August 2010
Page 27-50 Published on June 2014 by the Registar, Dhaka University
ISSN-2075-3098

সিলেটী উপভাষার প্রবাদ-প্রবচনে নারী

গুলশান আরা
সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

The conventional wisdom, social norms, behavior, socio-psychological identity of women and men in defferent societies and geographical region reflected in their proverbs.Women in the proverbs of Sylhetii dialect' is a collection of women-centered proverbs of mentioned dialect which express the social status and position, as well as the attitude towards women in the Sylhet region. Women are considered as talkative, fool, subordinate, burden, ill-mannered, weak etc in the rest of the proverbs. The social consequences of gender-discrimination is very prominent in the Syheti proverbs.

চাবিশব্দ: প্রবাদ, প্রবচন, জ্ঞান, নারীর ভূমিকা

প্রবাদ-প্রবচন বাংলা লোকসাহিত্যের এক বিস্ময়কর ভাণ্ডার। লোকমুখে প্রচলিত যেসব বাক্য কোন বিশেষ অর্থ ধারণ করে তাই প্রবাদ। যে কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের ভাষায় কিছু প্রবাদ-প্রবচন পাওয়া যায় যেগুলো ঐ অঞ্চলের সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, অনুশাসন প্রভৃতি ছাড়াও সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় প্রদান করে। তাই প্রবাদ-প্রবচনসমূহে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান ছাড়াও ঐ অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়। প্রবাদ-প্রবচনসমূহ কোনো জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, শিক্ষা, রুচি, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি মানসিক বিষয়াবলির মাধ্যমে সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হয়ে থাকে। এগুলো কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়।

তবে কোন সুদূর অতীতে সাধারণ মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও একান্ত অনুভূতিসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছড়া, বাক্য বা বাক্যাংশের মাধ্যমে উৎসারিত হয়েছিল তা আজ আর জানাও সম্ভব নয়। প্রবাদের মধ্যে ক্ষোভ, আর্তি, আনন্দ, বেদনা ইত্যাদি বিষয়ও সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এগুলো যুগ যুগ ধরে লোকমুখে চর্চিত, লালিত ও সংরক্ষিত হচ্ছে। প্রবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত দু'একটি বাক্যের মাধ্যমে কোনো 'জ্ঞান' ধারণ করা। তবে তা হয় আকর্ষণীয়, সহজবোধ্য ও ছন্দোবদ্ধ। কোন সমস্যা প্রকাশের জন্য যেখানে অনেক কথার প্রয়োজন হয়, সেখানে সংক্ষিপ্তাকারে একটি প্রবাদের যথোপযুক্ত ব্যবহারই যথেষ্ট।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধে নারী বিষয়ক প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহের জন্য সিলেটের আঞ্চলিক ভাষাভাষী ব্যক্তিবর্গের দৈনন্দিন বাক্যালাপ পর্যবেক্ষণ ছাড়াও দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন বই-পুস্তক ও পত্রিকায় প্রকাশিত সিলেটী প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। জন্মসূত্রে সিলেটী বিধায় আশৈশব আমি অনেক প্রবাদের সাথে পরিচিত। বাংলাদেশের যে কোন আঞ্চলিক ভাষারই ধ্বনি কাঠামো প্রমিত বাংলা থেকে পৃথক। তাই ঔপভাষিক প্রবাদ-প্রবচনের যথাযথ উচ্চারণের জন্য আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা (International Phonetic Alphabet বা IPA) ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রবাদসমূহ সাধারণ পাঠকের নিকট সহজে পাঠযোগ্য থাকে না। তাই বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত সিলেটী উপভাষার প্রবাদ-প্রবচনসমূহে ধ্বনি কাঠামো সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত না হলেও বাংলা বর্ণমালার সাহায্যে যথাসাধ্য কাছাকাছি উচ্চারণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সিলেটী প্রবাদ ও প্রবচন

সিলেটের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে রয়েছে প্রবাদের বহুল ব্যবহার। এ অঞ্চলের লোকেরা "মাইনশে কইননানি" (মানুষ বলে না) বলে কথায় কথায় ব্যবহার করে ছড়া, প্রবাদ ও প্রবচন। তবে বর্তমানে এর ব্যবহার অনেক কমে এসেছে। সিলেটী উপভাষায় প্রবাদ-প্রবচনের সংখ্যা অগুনতি। সিলেটে এগুলো ডাকর কথা, সিলক(<শ্লোক), ডিটান(<দিতান<দৃষ্টান্ত) নামে পরিচিত। সিলেট অঞ্চলে অনেক নারীকেন্দ্রিক প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে এবং প্রবাদ-প্রবচন নারী মহলেই অপেক্ষাকৃত বেশি প্রচলিত। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, নারীর সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় এসব প্রবাদ থেকে।

সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

নারী বিষয়ক অধিকাংশ প্রবাদই নেতিবাচক অর্থযুক্ত। নারীকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে কেবল অল্পসংখ্যক প্রবাদে। নারী বিষয়ক প্রবাদগুলোতে নারীকে প্রধানত দুইভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে:

১. সাধারণভাবে নারী
২. বিশেষ ভূমিকায় নারী

সাধারণত যেসব দোষ-গুণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নারী-পুরষ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে থাকতে পারে সেসব বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে কেবল নারীর জন্য প্রযোজ্য অনেক প্রবাদ পাওয়া য়ায়। যেমন,

ক. হীনমন্যতা: নারী তার সমগ্র জীবন পরাশ্রয়ী হিসাবেই অতিবাহিত করে। তার নিজের কোন ঘর নেই, যেন থাকতে পারে না, সে শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে সন্তানের তত্ত্বাবধানে থাকে। ফলে তার নিজস্ব বলে কিছু নেই।

খ. নির্বুদ্ধিতা: নারীদের 'আহাম্মক', 'বোকা', 'স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন', 'বাস্তব জ্ঞান বিবর্জিত' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হতে দেখা যায়, তাই তার কথাকে গুরুত্ব দেওয়ারও যেন কিছু নেই।

গ. পরিবর্তনশীলতা: নারী দ্রুত তার মতামত পরিবর্তন করে। তাই তার উপর আস্থা রাখা যায় না।

ঘ. মন্দ স্বভাব: নারীর আচার-আচরণ ভাল হয় না, নারী ছলনাময়ী -এ জাতীয় কথা সমাজে বেশ প্রচলিত।

ঙ. বাচালতা: নারী স্বভাবতই বাচাল, বেশী কথা বলা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চ. দূর্বলতা: নারী দূর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে, এই দূর্বলতা শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ইত্যাদি বিবিধ প্রকার।

ছ. বিবিধ: বিভিন্ন বিষয়ে আরো অনেক প্রবাদ পাওয়া যায় যেমন, আগে নাসরির বিয়া অয়না। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও নারী বিষয়ক প্রবাদসমূহতে নারীকে নিম্নলিখিত বিশেষ ভূমিকায় পাওয়া যায়:

ক. স্ত্রীর ভূমিকায় নারী: সমাজে নারীর অবস্থান পূরুষের নীচে-এই মূল বক্তব্য ধারণ করে স্ত্রী হিসাবে নারীকে নিয়ে অনেক প্রবাদে পাওয়া যায়।

খ. গৃহ শোভা: নারীকে ঘরের শোভা হিসেবে অভিহিত করে প্রবাদ পাওয়া যায়।

গ. বউ-শ্বাশুড়ি : বউ-শ্বাশুড়ির তিক্ত সম্পর্ক বিষয়ক অসংখ্য প্রবাদ পাওয়া যায়। এসব প্রবাদে দেখা যায় শাশুড়ি বউয়ের সাথে অত্যন্ত কর্কশ আচরণ করে থাকে, আবার বউও শ্বাশুড়ির প্রতি সুযোগ পেলেই নির্মম হয়ে থাকে। এর অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্ব, শাশুড়ি যখন নিজে বউ ছিল তখন সে তার শাশুড়ি দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল। আবার আজকের নির্যাতিত বউই ভবিষ্যতে র্নিযাতনকারী শাশুড়ি হবে - এ যেন চক্রাকারে চলতেই থাকবে।

ঘ. বিধবা: সমাজে একটি অভিশাপ হিসাবে দেখা হয় বিধবাদের। বিধবা নারী সমাজে ভীষণভাবে অবহেলিত এবং উপেক্ষিত। এ সমাজে একাকী বসবাস খুব কঠিন বিধায় সন্তান কিংবা নিকটাত্মীয়দের গলগ্রহ হয়ে তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। কারণ বিধবা নারীর পুনর্বিবাহকে আমাদের সমাজে এখনও নিরুৎসাহিত এবং অনেকক্ষেত্রে প্রতিহত করা হয়। নারী সর্বদাই পুরুষের দ্বারাই পরিচিত হয়ে থাকে।

ঙ. পতিতা: সবচেয়ে বেশী প্রবাদ পাওয়া এ বিষয়ে। বহুগামী পুরুষ সম্পর্কে সমাজ নিরব থাকলেও নারীর চরিত্র হনন ঘটে অতি সামান্যতেই ।

চ. বুদ্ধিমতী ও সাহসী নারী: নারীর সাহসকে নেতিবাচক রূপে দেখা হয়। সাধারণত নারীকে বোকা, নির্বোধ রূপেই দেখা হয়। কিন্তু কদাচিৎ যেসব প্রবাদ পাওয়া যায় নারীর প্রজ্ঞা নির্দেশ করে তা মোটেও ইতিবাচকভাবে উপস্থাপিত হয় না। নারী যদি যথার্থ নারীর ভাষা ব্যবহার করে মেয়েলি চরিত্র অর্জন করে তা যেমন সমাজে প্রশংসিত হয় না তেমনি পুরুষের ভাষা ব্যবহারেও তাকে উৎসাহিত করা হয় না।

ছ. নারীর মাতৃত্ব ও সৌন্দার্য্য: পুরুষেরা প্রয়শই নারীর মাতৃত্ব ও সৌন্দার্য বিষয়ে সচেতন। মায়ের ভূমিকায় নারীকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হলেও সৌন্দর্যহীন নারী সমাজে চরমভাবে নিগৃহীত।

জ. সতিন ও সৎ মা: নারীকে সতিন ও সৎ মা -এ দু'টো ভূমিকায়ও দেখা যায়, তাই এ বিষয়ক অনেক প্রবাদও রয়েছে।

প্রবাদ-প্রবচনের প্রকারভেদ

অর্থের উপর ভিত্তি করে নানা ধরনের প্রবাদ পাওয়া যায়। যেমন,

১। উপদেশমূলক: ক্ষুধার পেট বচনে ভরে না, বাইচ্চার মারে বাঘে খায় না।

২। জ্ঞানমূলক: চেনা বামুনের পৈতা লাগে না; তাতি কোন দিন নিজের পিঠ দেখে না।

৩। শিক্ষামূলক: শিশুর মন কাদা, ঠিক সময়ে না গড়লে হইবো গাধা; জিভকে না দিও লাই, জিভ বলে আরো খাই।

৪। অভিজ্ঞতামূলক: জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ জ্ঞান বিধৃত হয় এসব প্রবাদে, যেমন:

যার মন যেমন, সে ভাবে তেমন; গাইতে গাইতে গাইন, বাজাইতে বাজাইতে বাইন; কথায় আছে শতেক বানী যদি কথা কইতে জানি।

৫। সামাজিক রীতি-নীতিমূলক: রাইন্ধা বেটি জামাইর আগে খায়, হেই বেটি রাঢ়ী হয় ত্বরায়; মেয়ে জন্ম কঠিন হয়, ভালবেসে পরকে আপন করতে হয়।

৬। কৃষি বিষয়ক: অনেক প্রবাদে কৃষি বিষয়ক নানা তথ্য থাকে। যেমন, দিনের মেঘে ধান, রাইতের মেঘে পান; আউশের চাষ লাগে তিনমাস; বিদরার আইলে আনাজ ফলায়, সারা বছর বাদশার হালে খায়।

৭। সর্তকতামূলক: কোন কোন প্রবাদের মাধ্যমে কৃতকর্মের ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করা হয়ে থাকে, যেমন, পরর লাগি খুরে খাই (গর্ত খোঁড়ে) পড়ি মরে আপনা গাই।

৮। নিখাদ সত্য: জীবনের প্রয়োজনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কাজই আমরা করে থাকি, সে বিষয়গুলো প্রবাদের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। যেমন, থাকি যার বাড়ি মইল তার মা, কান্দিলে ঠাঁই পাই, না কান্দিলে না।

সিলেটী উপভাষায় নারী বিষয়ক প্রবাদ-প্রবচন

সিলেটী উপভাষায় নারী বিষয়ক অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে। নারীকে বিয়ের পাত্রী হিসাবে যাচাই বাছাই করে নেওয়ার জন্য প্রবাদ পাওয়া যায়। বিশেষ কোন জায়গায় অন্য যে কোন কিছুর মতই নারীও সুখ্যাত হতে পারে। যেমন:

১। "পান, পানি, নারী,
তিন জৈন্তাপুরি।" সিলেটের জৈন্তাপুরের পান, পানি ভাল, তার সাথে নারীরাও আকর্ষণীয়।

২। ফুল বালা নাগেশ্বর,
কইন্যা বালা বাদেশ্বর। একইভাবে ভাদেশ্বরের মেয়েরা কনে হিসেবে আদরনীয়।

৩। সাত গাও বালিশিরা
মাইঝে মাইঝে ছড়া,
বেটি গুইন সুন্দর-সান্দর
বেটাগুইন মরা।

৪। কইন্যা চিনন হাসাইয়া
নাও চিনন ভাসাইয়া।

৫। আইলে সুন্দর কিয়ারী

নাকে সুন্দর ঝিয়ারি।
৬। জামাই চিনন হাটো
কইন্যা চিনন ঘাটো।
৭। আসি আসি (হেসে হেসে) কথা কয়, সেই কন্যা ভাল নয়।
৮। বিচার চিনি বাটো, কন্যা চিনি ঘাটো।

আদর্শ ও কাঙ্ক্ষিত নারী সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে। যেমন,
৯। জাতের মেয়ে কালোও ভালো, নদীর জল ঘোলাও ভালো।
১০। আগা ভারি, পাছা টান, মা দেকিয়া ঝি আন।
১১। রূপে রসে নারী, ঝালে যশে তরকারি।
কোন কোন প্রবাদে সাধারণার্থে 'নারী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
১২। আগলো বেটির লাজ নাই, দেখলো বেটির লাজ।
অপকর্ম করে কারো লজ্জা হয় না, আবার অন্যের অপকর্ম দেখেই কেউ কেউ লজ্জিত হয়ে পড়ে।
১৩। আজাইরা মাগীএ কিতা করে, ভাউরের গতরের ফুরি খুটে।
অবসর থাকলে মানুষ অনেক অনৈতিক কাজে জড়িয়ে যায়।
১৪। জাতে আছলা কুমারের ঝি, হরা দেইখ্যা কইন ইটা কি।
আত্ম পরিচয় গোপনার্থে কপটতার আশ্রয় গ্রহণ।

অপ্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ের অবতারণা,
১৫। হাই মইলো হাইঞ্জা রাইত, কাইন্দা উঠলো পতা রাইত।
১৬। জামাই মরছে আগনো, কান্দে বেটি ফাল্গুনো।
১৭। আপনা হরিয়ে সালাম পায়না, চাচি হরিয়ে পাও বাড়ায়।
১৮। নিদান কালে বুজা যায় খাউরি কি নিখাউরি,
পানি করলে বুজা যায় আগরি কি নিআগরি।

আমাদের সমাজে পুত্র সন্তান অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত। তাই গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রে গর্ভস্থ সন্তান পুত্র কিনা তা জানার জন্য নানান রকমের হিসাব নিকাশ করা হয়। যেমন,
১৯। যত মাসের গর্ভ নারীর নামে যত অক্ষর,
যত জন শোনে পক্ষ দিয়া এক কর;
সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বাণে যদি রয়,
ইথে পুত্র, পরে কন্যা জানিবে নিশ্চয়।

২০। নামে মাসে করি এক,
তার দ্বিগুণ করি দেখ,
সাতে পুরি, আটে হরি,
সমে পুত্র, বিষমে নারী।

নারীকে কখনও কখনও অলুক্ষণে ভাবা হয়। এসব নারীর বিবরণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত প্রবাদে,

২১। গোবর ফালাইতে যে নারী করে ঘিন, ঘর লক্ষী থাকে আড়াই দিন।
২২। থম্ থমাইয়া হাটে নারী
চকমকাইয়া চায়,
সেওনা নারীর সোয়ামী
আগে মারা যায়।
২৩। থম্ থমাইয়া হাটে নারী
চকমকাইয়া চায়,
তার পুরুষ আগে মারা যায়।
২৪। হাত্তি পাইয়া চিরল দাইত্যা
পিঙ্গল মাথার কেশ,
সেই সে আভাগ্যা নারী
ভরমে নানান দেশ।
২৫। অতি দীঘল কেশ হয় রাঢ়ী, নিধন হয় নাড়া-মুড়ি।
২৬। অলক্ষ্মীর নিদ্রা বেশি, দারিদ্রের ক্ষুধা বেশি।
২৭। দফ্ দফাইয়া আটে বেটি চউক পাকাইয়া চায়
মা লক্ষ্মীয়ে তাইর কপালো লাথ মারি যায়।
২৮। অলক্ষ্মীর তিন কাম দড়, ক্ষুধা, নিদ্রা, গোসা বড়।
২৯। উচ কপালী হেরা দাঁতি
পিঙ্গল মাথার কেশ
ই কন্যা বিয়া করাইলে ভরমে নানা দেশ।
৩০। গোছল কইরা যে নারী করই ভাজা খাজা খায়
অলক্ষ্মীয়ে উঠিয়া বলে
আমার সতীন মুরারী বাজায়।

৩১। গোছল কইরা যে নারীএ মুখে দেয় পান
লক্ষ্মী মাইএ উঠিয়া বলে আমার সমান।

ছেলে সন্তানের জন্য মায়ের মনে নানা দুঃখ-বেদনার অনুভূতি বিধৃত হয় প্রবাদ-প্রবচনে,

৩২। অভাগীর দুইটা পুত, একটা রাইক্ষস একটা ভূত।
৩৩। অইছে পুলার ঠ্যাং ভাঙ্গা, না অইছে পুলার খাড়ু গড়া।
৩৪। অইতো পুলা অইলো, মাইর উপরে হতিন তুললো।
৩৫। ছয় মাসের ধনই ধন, দশ মাসের পুতই পুত।
৩৬। অইলে পুত, না হইলে যমদূত।
৩৭। হাইর ভাত লগর ঝগর, পুতের ভাত উষ্টা টেকর।
৩৮। যে পুয়ায় মা পালব, আটুত রোম উঠার আগে চিনা যায়।
৩৯। এক পুতের আশ
গাঙ্গের পার বাস
কোন সময় যে ভাঙ্গিয়া পড়ে
চিন্তা বারমাস।
৪০। এক মার এক পুত, পুত মরলে টুক্কুরুত।
৪১। এক পুতও পুত নি, এক ক্ষেতও ক্ষেতনি।
৪২। এক পুতের মায়ও বাদশাই করে
হাত পুতের মায়ও ভিক্ষা করে।
৪৩। এক পুতের মার নিত তরাস।
৪৪। এক পুতর মাও, ডরে কাপে গাও।
৪৫। বন্ধ্যার এক কষ্ট পুত্র নাই তার, শত দুঃখে প্রাণ যায় কুপুত্রের মার।
৪৬। হাত পুলার মাও মাগী খায়।

নারীকে অনেক সময় শক্তিহীন রূপেই দেখা হয়ে থাকে,

৪৭। অবলার বল চোখের জল।
৪৮। নারীর বল চোখের জল, মিথ্যা কথা চোরের বল।

নারীর প্রতি সহৃদয় আচরণ করার উপদেশও পাওয়া য়ায়, তবে এমন প্রবাদের সংখ্যা কম। যেমন:

৪৯। অভাবে স্বভাব নষ্ট
মুখ নষ্ট বরণে

ঝড়ায় ক্ষেত নষ্ট
বউ নষ্ট মারণে ।

বৈধব্য আমাদের সমাজে অভিশাপ হিসাবে বিবেচিত হয় । বিধবা নারীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের প্রমাণ নিচের প্রবাদ থেকে পাওয়া যায়,

৫০ । অল্প বয়েসে না গছিয়ো রাঢ়ী ভাটিওল গাঙ্গে না ধরিও পাড়ি । এখানে বলা হয়েছে বিধবা নারীকে বিয়ে করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ।

৫১ । রাঢ়ী বেটির আটার হাই ।

৫২ । সঙ্গে রাঢ়ী, কান্‌তে সুখ ।

৫৩ । পথ থইয়া কাইট্য না ফাঁড়ি, অল্প বয়সে বিয়া কইরনা রাড়ি ।

৫৪ । আয়া, রাঢ়ী, বুচা গাই, এরে দেখলে সিদ্ধি নাই । বিধবা দর্শন করে ঘর থেকে বের হলে কাজে সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয় ।

বৈধব্যের কারণে যেমন নারী লাঞ্ছিত হয় তেমনি স্বামী পরিত্যক্ত নারীদেরও ভাল চোখে দেখা হয় না ।

৫৫ । এড়া মাগি আগে সাজে, ভাঙ্গা ঢোল আগে বাজে ।

৫৬ ।এড়ির দিন ফিরে রাড়ির দিন ফিরে না ।

৫৭ । হাই এড়া বেটির মান বেশি ।

বর্তমানে ভাল হলেও অতীতের অপকর্মের জন্য নারী সর্বদা দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকে ।

৫৮ । আম শুকাইয়া আমসি, বুড়া বেশ্যা তাপসী ।

৫৯ । বুড়া অইলে সতী, কানা অইলে দেতী ।

বাংলার নারীদের জীবনে সতীন অতি সাধারণ একটি বিষয়, তারই প্রমাণ পাওয়া যায় অসংখ্য প্রবাদে । যেমন:

দুই হতিনের ঘর, খোদায় রইক্ষা কর্ ।

৬১ । দুই হতিন যার ঘরে, কতায় কতায় বিবাদ করে ।

৬২ । দুই হতিনের এক হাই, কারো মনে শান্তি নাই ।

৬৩ । আন হতিনে নাড়ে চাড়ে, বইন হতিনে পুইরা মারে ।

৬৪ । নিম তিতা নিসিন্দা তিতা, তিতা মাকাল ফল,
তার চাইতে অধিক তিতা, বইন হতিনের ঘর ।

৬৫ । হতিনের জিদে খাইলাম বাত, পেট টনটনাইয়া মইলাম ।

৬৬। বাড়ি তাকি বার অইলাম হতিনের তাপে, পথে দেখি আইরা হতিনের বাপে।
৬৭। মেঘের চেংড়া আর হতিনের ঝেংরা সয় না।
৬৮। এক মাউগের পাতো বাত, দুই মাউগে গালো আত।
৬৯। তিন জ্বালায় কইলজা কানা, তিন মাউগে হাই বেফানা।
৭০। আয়নারে আয়না, হতিন যেন অয়না।
৭১। হতাই না বুঝে হতিন পুতের বেদন হতিন পুতে দেখে হতাই কাটার সমান।
গুণ কিংবা রূপ থাকলেও নারীর ভাগ্য ভাল হবে এমন কোন কথা নেই, নারী সবসময়ই অন্যের উপর নির্ভরশীল ।

৭২। অতি বড় ঘরনি না পায় ঘর, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।
৭৩। অতি চতুরের ভাত নাই ,অতি সুন্দরীর ভাতার নাই।
৭৪। বেশি ঠামাইল ঘরনী না পায় ঘর, অতি বড় সুন্দারী না পায় বর।
৭৫। আগে নাসরির বিয়া অয়না।
৭৬। গৌরীলো ঝি, তোর কপালো বুড়া জামাই আমি করবো কি?

নারীর ঈর্ষাপরায়ন রূপ চিত্রিত হয় বিভিন্ন প্রবাদে,
৭৭। আয়ার (এয়ো) কপালো সিন্দুর দেকি লাড়ির (বিধবা) কপাল খাউজায়।
৭৮। আমার নাম যমুনা দাসী
পরের খাইতে ভালবাসি
পরকে দিতে জ্বলে গা
পরের নিতে সরে গা।
৭৯। যমরে জামাই দেওন সয়, হতিনের নামে মোচর লয়।
৮০। হতিনের জিদে হতিন মরে, পাটাত তুলিয়া গু পিষে।
৮১। হিম তিতা নিম তিতা, তিতা বাখরর ছাল
তার চাইতে অধিক তিতা, বইনে বইনে জাল।

নারী গৃহস্থালী কর্মে পটু হবে- এটাই কাম্য। যেমন,
৮২। আমি জানি না চুল বানতে, আমারে কয় আরেক বাড়ি রান্‌তে।
৮৩। বুঝলাম তোমার গিন্নিপনা, তেল থাকেতো নুন থাকে না।
৮৪। রান্ধে বেটি চুলও বান্ধে।
বুদ্ধিমতি নারী সমাজে প্রশংসা পায়না,
৮৫। আমার কাছে থাকে কইন্যা

আমার গলে পারা
বুঝিতে না পাইলাম কইন্যার
পানজা লাড়াচাড়া ।

৮৬ । ইতরের মরণ কাতরে, ডাইনির মরণ চাতুরে ।
৮৭ । উন্দামুকা (নতশিরা) নারী টিপাত (নিমিষে) বইস (মহিষ) মারে ।
৮৮ । এক বুঝে বুঝনী
আর এক বুঝে বুঝনীর মায়
হিয়ালে যে বড়ই খায়
নুন কই পায় ।
৮৯ । যে নারী চালাক অয়, আগে ঝি বিয়াইয়া থয় ।

অকর্মণ্য বোঝানোর জন্য.

৯০ । আতাতরীর ঘরো পুয়া অইল নাড়িচ্ছেদ করতে মরণ অইল ।
৯১ । নাতিনের বড় গুণ
বিনা তেলে সালুন রান্দে
না দেয় নুন ।
৯২ । সুন্দর কইন্যার বাও চউখ কানা ।
৯৩ । এছতে নথ পড়ে ।
৯৪ । অতি আদরের ঝির নাম বৈড়ালনী ।
৯৫ । যে মাগী রান্দে, সে কি চুল বান্দে ।
৯৬ । নাচে বালা অইলেও পাক দেয় উলটা ।
৯৭ । ধূমা যার সয় না, হে গিন্নী অয় না ।
৯৮ । রূপ সুন্দরী পটার মা, ভাত রান্ধে তে হিজে না ।
৯৯ । কইন্যা খুব গুণী, খালি রানতে লাগে বান্দি ।
১০০ । কাম নাই কামলি, রূপ নাই সুন্দরী ।
১০১ । বাগ নাই বেটির বড় বড় মাত ।
১০২ । বেটিগু চান্দ যেমন বেটিগু মরা ।
১০৩ । বান্দির কাম নাম নাই
পানি ভাত গুণ নাই ।
১০৪ । আদিলকার ঘরো অইছে পুয়া
কাটতা আছলা নাড়ি

কাটিলাইছইন বটি (পুরুষাঙ্গ)।

কোন কোন প্রবাদ থেকে দেখা যায় নারী যেন পুরুষের কাছে যৌন সামগ্রি মাত্র,

১০৫। আগুন দেখলে ঘি উনায়, মাইয়া দেখলে পুরুষ উনায়।

১০৬। আগুনের আচে ঘি, পুরুষের আচে ঝি।

১০৭। পুরুষের বাখানী ভরমি নানাদেশ
স্ত্রীলোকের বাখানী যৌবনের শেষ।

১০৮। রূপও গেল রংও গেল
গেল মুখের হাসি
পুরান কাইল্যা ল্যাং-এ কয়
কই যাছলো মাসি।

১০৯। নারীর লাগি পুরুষ, বাত্তির লাগি তেল।

১১০। আগুনের বৈরী পানিরে ভাই মাছের বৈরী হুকনা
তিরির রূপযৌবনের বৈরী দুনিয়ার মানুষজনা

নারী বিবর্জিত পুরুষের মনে থাকে আক্ষেপ। যেমন,

১১১। আমার ঘরো নাই গিন্নী, কিয়ের পীর আর কিয়ের শিন্নী।

১১২। যার ঘর নাই ঘরনী, কিয়ের পীর আর কিয়ের শিরনী।

১১৩। ছাপ্পর ছাড়া ঘর, লক্ষ্মী ছাড়া নর।

নারীর চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, তাই চরিত্রহীন নারী সম্পর্কে অসংখ্য প্রবাদ থাকলেও পুরুষের জন্য তা নেই। যেমন,

১১৪। আঠারো লাং-এর ঘর করে, সতী বইল্যা দাবি করে।

১১৫। ছিনালের মরণ বিনালে।

১১৬। হাইর কান্দো পারা দিয়া, লাং-এর গীত গায়।

১১৭। ইতরের মরণ কাতরে, ডাইনির মরণ চাতুরে।

১১৮। দিনে বেটি কাউয়া ডরায়, রাইত অইলে একলা লাং-এর বাড়ি য়ায়।

১১৯। সতী পায় কুল, অসতী পায় কিল।

১২০। লংলা গাইয়া বেটিগো উচাই বান্দে খুফা,
দেওরর সঙ্গে নাটাগটা, হরির লগে চুফা।

১২১। ছিনালের ভাইল, রান্ধে মোরগ হয় ডাইল।

১২২। সতী নারী পতি গুরু, নিশার গুরু ভাং
বাবনের গুরু দেব তুলসী, ছিনালর গুরু লাং।

১২৩। ফকির বেটি ভিক্ষা করে, বেশ্যা বেটি চাইয়া হাসে।
১২৪। ভাত দেয়না ভাতারে, ভাত দেয় গতরে।
১২৫। ভাত খায় ভাতারের, গীত গায় লাং-এর ।
১২৬। নষ্ট নারীর বড় গলা, শুনতে কান ঝালাপালা।
১২৭। নিলাজা বউ ঝিয়ারি, লজ্জাবতী বেশ্যানারী ।

১২৮। নটিরে কইলে নটি, উল্টাইয়া ধরে চুলের মুঠি।
১২৯। হাইএ ধার করে মাউগে হুজে
ই কথা আমার আমরায় বুঝে।
১৩০। হাইর নামে দেখা নাই, দেওর চৌদ্দজন।
১৩১। লাং বেটার মস্করা, কড়ি দেয় তে দশ করা।
১৩২। লাজ নাই নিলাজি তুইল্লা বান্দে খোপা
আগুন দিয়া পইর না নিলাজীর চোপা।
১৩৩। মাগের জাক দেইখ্যা
ভাউরে ডাকছিলঅ বার বারি থাইক্যা।
১৩৪। উতুর উতুর লাঙ্গে , হাইর ঘর ভাঙ্গে।
১৩৫। হাত বান্দিয়া দুধ দেয়,তাই বড় সতী
গাছ উঠ্যিয়া চাউয়া দেখে, গোটা চাইরেক পতি।
১৩৬। চুর ছিনাল খানকি,তার আবার মান কি।
১৩৭। নিলাইজ্যা লাঙ্গে হাত ধরে।
১৩৮। ছিনাল বেটির ধারা, রাইত থাকতে জুরে বারা ।
১৩৯।হারাদিন থাকে বেটি উলে আর মেলে, হাই বাড়িত আইলে বাড়াবানি জুড়ে।
১৪০। ছিনালর ধন বিনালে যায়।
১৪১। হাইর কপালো বাগ নাই
দেওরে দিলা নথ।
১৪২। হাইয়ে গছইননা মাগ বাউরে উরাবেরা।

স্বামী সোহাগী নারী সমাজে সমাদৃত হয় এবং কোন সময়ই তাকে অপদস্থ হতে হয়না,
১৪৩। আহলাদি মাগীর গয়না, টানলে টুনলে খয় না।
১৪৪। আদরের বউ ফাল দিয়া কাটে রউ।
১৪৫। নয়া শাড়ির বউ ফাল দিয়া কাটে রউ।

১৪৬। নাই ঘর নাই বাড়ি , বউরে পিন্দায় ঢাকাই শাড়ি।
১৪৭। তাইর নথ নাড়াটাও বালা।
১৪৮। মায় রান্দইন যেমন তেমন, বইনে রান্দে পানি,
পাপিষ্ঠায় (আদরে) রান্দইন, খাইতে লাগে চিনি।

নারীদের স্বভাব বোঝানোর জন্য,
১৪৯। এগলা বেটি হাটানাটা
দুইলা বেটি পেচিহাটা
তিনলা বেটি পুরা হাটা।
১৫০। তিন বেটি যেখানো
কাজি আরে হিখানো
১৫১। বেটিনতর এক রগ তেরা।
১৫২। বেটিনতর বুক ফাটে তো মুখ ফুটেনা।

১৫৩। বেটি আর মাটি জঞ্জালর গাটি।
১৫৪। বেটিনতর আকল উবাইলে জাগাত থাকে না।
১৫৫। বেটিনতর গগা (পরিমিতি বোধ) নাই।
১৫৬। বেটিনতর পেটো কতা অজম অয় না।
১৫৭। বেটিনতর লতা কচুর বাইড।

কন্যা সন্তান এ সমাজে কতটা অনাকাঙ্ক্ষিত তা বোঝা যায় কিছু প্রবাদের মাধ্যমে,
১৫৮। এক ঝি যার ঘর, ৩৬০ নছ তার দুয়ার।
১৫৯। গাইয়ের বেটি, বউ-এর বেটা
হি গিরস্থের কপাল মোটা।
১৬০। তিন ঝি হইয়া জন্মে পুত, ঘরো হামায় যমদূত।
১৬১। পুতর মার বুক পুরু ঝির মার মুখ হুরু (ছোট)।

আমাদের সমাজে নারী কখনই স্বাধীন নয়, সব সময়ই সে কারো না কারো তত্ত্বাবধানে থাকে, তাই সমাজে পতিহীন নারীর দুঃখ-দুর্দশা অপরিসীম।
১৬২। কই রইলে গো পুতের বউ
খোদার তোরে দিছে
আমার আছিল ঐ দিন
খোদায় কাইরা নিছে।

১৬৩। পতি বিহন নারী, যেমন নায়ের নাই কা-ারি।
১৬৪। পতি হারা নারী, মাঝি হারা তরী।
১৬৫। পতি ছাড়া কামিনী, শশি ছাড়া যামিনী।
১৬৬। কুক্ষেণে হাই মরল, হতিনে হতিনে পিরিত বাড়ল।
১৬৭। রাঢ়ী বেটির আটারো হাই।
১৬৮। পতিই নারীর গতি
১৬৯। হাই ছাড়া নারী, টাট্টি ছাড়া বাড়ি।

এ সমাজ পুরুষ নিয়ন্ত্রিত, নারী তার অধনস্ত, তাই মেয়েরা মায়ের মত হবে আর ছেলে বাবার মত-এটাই সমাজে কাম্য।
১৭০। কথায় কথা বাড়ে মথইনে বাড়ে ঘি, বাপে পুত বানায় মায়ে বানায় ঝি।
১৭১। গাছ গুণে গোটা ,বাপ গুণে বেটা।
১৭২। বাপ আনমান বেটা গাছ আনমান গোটা
ঝড়ি আনমান ফোটা
মা আনমান ঝি
গাই আনমান ঘি।
১৭৩। বাপ ভালা যার বেটা ভালা, মা ভালা তার ঝি
গাই ভালা যার বাছুর ভালা, দুধ ভালা তার ঘি।
১৭৪। মা গুণে পুয়া, খেত গুণে রোয়া।
১৭৫। যেমন মা তেমনি ঝি, তারতে বাড়ে নাতিনটী।
১৭৬। ঝি নাটা করলা মায়, পুয়া নাটা আরিবারি যায়।

নারীর পুরুষ সম্পর্কিত ভাবনা বিষয়ক কিছু প্রবাদ পাওয়া যায়,
১৭৭। কনকন্যিয়া জ্বরে আর, প্যান প্যাইন্যা ভাতারে রাইত দিন পুইড়া মারে।
১৭৮। কানার লাগি কানি, রাজার লাগি রানী।
১৭৯। গাং-এর মুরের কাপনা, হাই না হয় আপনা।
১৮০। বিলনি মাচ নাই হাইর কপাল বাগ নাই।
১৮১। ধরা বান্দার হাই, রাইত পোয়াইয়া নাই।

ঘরের স্ত্রীকে ঠিক রাখতে হলে তার সব চাহিদা পূরণ করা যাবে না, তাছাড়া নারীর চাহিদা কখন শেষ হয় না, পরনির্ভরশীল নারীর জন্য তাই অপমানকর অনেক প্রবাদ পাওয়া যায়। যেমন,

১৮২। খায় নারী তাল বেতালা, না খায় নারী আছে ভালা।
১৮৩। নিখাতরী বেদাইর মা, আধসের চাউলে অয় না।
১৮৪। সুবন্নর গয়না বউর পেটনি সয়না ।

নারীকে অনেক সময়ই অপমানজনকভাবে উপস্থাপন করা হয়,
১৮৫। খা-া, ঘোড়া, নারী-এ তিন প্রাণের বৈরী।
১৮৬। বেটিয়াইনতের চক্কর আর মেরার টক্কর।
১৮৭। নদী, নারী শৃঙ্খধারী, এ তিনে না বিশ্বাস করি।
১৮৮। আউরাতের মক্কর, গুরার টক্কর, দরিয়ার চক্কর।

ঘরের বউ আবার মর্যাদার মাপকাঠিও হয়ে থাকে,
১৮৯। গরু, জরু, ধান, এ তিনে গিরস্থের মান।
১৯০। তিরির ভাগ্যে ধন, পুরুষের ভাগ্যে জন।
১৯১। পেটে আগল তিরি, মরদের নাই ছিরি।
১৯২। বউ গুণে ভাত, বউ গুণে হাভাত।
১৯৩। সতী নারী পতি যেমন মসজিদের চুড়া
অসতী নারীর পতি যেমন ভাঙ্গা নায়ের গুড়া।
১৯৪। ভালা ক্ষেত গিরস্তে ছাড়ে না, ভালা মাউগ হাইএ এড়েনা।
১৯৫। এক সের দানো তিন সের সুসা, জামাই থাইক্যা বউর মাথা উসা।
১৯৬। আগলপরাদি তিরি বেটাইনতর নাই ছিরি।

স্ত্রী স্বামীর অধনস্ত, তাই স্বামীর আগে ভাত খেয়ে ফেলা স্ত্রীর জন্য গর্হিত অপরাধ। এহেন অপরাধ থেকে বিরত থাকার জন্য এর কুফল বর্ণনা করে রয়েছে প্রবাদ। যেমন,
১৯৭। পারার আগে রান্দে বেটিএ
হাইর আগে খায়
ভরা কলসের জল
তরাসে শুকায়।
১৯৮। পারার আগে রান্ধে বেটিএ
হাই আগে খায়
তার পুরুষ আগে মারা যায়।
১৯৯। পারার আগে রান্দে বেটিএ
হাইর আগে খায়

তার গরে লক্কী না যায়।

স্বামীর আর্থিক অবস্থাই স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করে,

২০০। গরিবের বউ হকলর ভাউজ।

২০১। মাছ খাসতে কই মাগুর, লাং ধরসতে সবার ঠাকুর ।

২০২। বেকুবের বউ হকলের ভাউজ।

২০৩। স্বামী সম্মান নাই, কপাল ভরা সিন্দর
ধান নাই, চাউল নাই, গোলা ভরা ইন্দুর।

পুরুষের চেয়ে কম মাত্রার হলেও অপরাধী যদি নারী হয় তবে তা বেশী নিন্দনীয় আবার অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের অপরাধের বোঝা নারীকেই বইতে হয়। প্রবাদে এ দিকটিও পরিলক্ষিত হয়। যেমন,

২০৪। চুরের না, ছিনালের মা।

২০৫। চুরে চুরে আলি
এক চুরে বিয়া করছে
আরেক চুরের হালি।

২০৬। চুরের মাউগের বড় গলা, আরো মাঙ্গে দুধ আর কলা।

২০৭। ভালা ভালা চুরইনতর বউয়ে বউয়ে বইনালা।

বউ শাশুড়ির সম্পর্ক আমাদের সমাজে সাধারণত ভাল হয়না, এ বিষয়ে অনেক প্রবাদ পাওয়া যায়,

২০৮। জিংলায় ভাঙ্গে চুলার মুখ, হরিয়ে আনে বউর মুখ।

২০৯। বউনি ভালা, আগে হরিরে জিগাও হরিনি ভালা।

২১০। আচারে রান্ধে বিচারে খায়, হরি বউ-এর কাম না ফুরায়।

২১১। লাকড়িয়ে ভঙ্গে চুলার মুখ, হরিয়ে ভাঙ্গে বউর মুখ।

২১২। এখানো থাকলে পাইতলায় পাইতলায় টক্কর লাগবো।

২১৩। বউয়ে হরির উপরে ঝাল মিটাইন বিলাই মারিয়া।

২১৪। কাম নাই বউ, হরি কুলো লইয়া আটে।

২১৫। হউল মাচর লেইঞ্জ কালা কোন দুনিয়ায় হরি বালা।

মেয়ের জামাইকে নিয়ে অনেক প্রবাদ পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় মেয়ের চাইতে জামাইকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়,

২১৬। জামাই বয়াইয়া খাটে, মায়ে ঝিএ হলদি বাটে।

২১৭। দশপুত্র সমান কন্যা, যদি পাত্র ভাল হয়।
২১৮। ঝি চায় বর, মায় চায় ঘর।
২১৯। ডাকের বচন মান না ঝি, লাং ধরলে করমু কি।
২২০। ভাত বুইঝ্যা দিবায় ঘি, জামাই দেইখ্যা দিবায় ঝি।
২২১। পুরির হাই মাউগের বাই, এর বারা কুটুম নাই।

ঘরের নারীকে ঠিক রাখার জন্য করণীয় বিষয়গুলো প্রবাদের মাধ্যমে পুরুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে,

২২২। নষ্ট নষ্ট ছয়, যে স্ত্রীর কাছে মর্ম কথা কয়।
২২৩। নষ্ট নষ্ট দশ, ঘরের বউরে যে দেয় হশ।
২২৪। নাও নষ্ট গুদারা ঘাটে, বউ নষ্ট চাটে।
২২৫। ঝি জব্দ কিলে, বউ জব্দ শিলে।
২২৬। পুলা নষ্ট হয় হাটে, বউ নষ্ট হয় ঘাটে।
২২৭। নাও নষ্ট গুদারা ঘাটে, তিরি নষ্ঠ চাটে
হরি ঘরের বউ নষ্ট, আরি পরির পাটে।
২২৮। পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট, বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট।
২২৯। হুরইনের (ঝাড়ু) বাড়ি খায়, চলে যে বেটা বউয়ের কথায়।

স্বাধীনচেতা নারীকে নানাভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়।

২৩০। পন্থে নারী বিপর্যীতা।
২৩১। যে নারী স্বতন্তরা, সেজন জিয়ন্ত মরা।
২৩২। ভাউরে কও দরজা ছাড়ত, আমি বাজারো যাইতাম।
২৩৩। নেচামা মাগীর তেচামা খোট।
২৩৪। বাজাইরা নটী, বাজার না গেলে করে ছটপটি।

নারীর সৌন্দর্য্য বিষয়ক অনেক প্রবাদ আছে,

২৩৫। নারী সুন্দর চুলে, বাগান সুন্দর ফুলে।
২৩৬। নরম বিবির খড়ম পাও,
আস্তে বিবি ঘর যাও।
২৩৭। নরম নরম তিন নরম
ভালা মাইনসের বেটী নরম
বোয়াল মাছের পেটী নরম

ভাদ মাইয়া মাটি নরম ।
২৩৮ । সাজাইলে বাড়ি, পিন্দাইলে নারী ।
২৩৯ । হাজলে গুজলে নারী, লেপলে পুছলে বাড়ি ।
২৪০ । নি ভাগিয়ার ঠমক বেশি, কুরুপিয়ার হাজন বেশি ।
২৪১ । রূপ নাই যার হাজন বেশি তার ।
২৪২ । নারীর যৈবন খুয়ার (কুয়াশার) পানি ।

অকর্মণ্য স্বামীর বাধ্যগত স্ত্রীকেও প্রশংসা করা হয়,
২৪৩ । নেড়ার বিবি ঘাট যায়
পাকদি পাকদি
নেড়ার বায় চায় ।

সমাজে ছেলে ও মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রবাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় ।
২৪৪ । পুরির বিয়া ভাত দেখি, পুয়ার বিয়া জাত দেখি ।
২৪৫ । বেটাইনতের নিদান কাইকে কাইকে
বেটি আইনতের নিদান একদিন ।
২৪৬ । পুতের নাতি, কোদাল হাতি, ঝিয়ের নাতি কান্ধো ছাতি ।
২৪৭ । বেটায় গোশায় বাদশা, বেটির গোশায় বেশ্যা ।

নরীকে ভরণপোষণ দিলে শারীরিক নির্যাতন করার অধিকারও থাকে,
২৪৮ । ভাত দিবার ভাতার নায় কিলানির গোসাই ।
২৪৯ । ভাতের লাগি ধরলাম ভাতার , ভাতের চিন্তা হইয়ে আমার ।
২৫০ । বাত দিবার বাগ নাই কিলাইবার টাউর ।

অনেক সময় মাও সন্তানের কাছ থেকে প্রাপ্য সম্মান পায় না,
২৫১ । ভাগের মা গঙ্গা পায় না ।
২৫২ । পুতের উঠিল দাড়ি
ফিরে বাড়ি বাড়ি,
ঝির উঠিল তন
মায়ে না পায় মন ।
২৫৩ । মায় করইন ঝি ঝি, হাইর চিন্তায় মরইন ঝি ।

সংসারে মায়ের চেয়ে বাবার গুরুত্ব বেশী, যার প্রমাণ মেলে এ প্রবাদ থেকে,

২৫৪ । মায়ে বানায় ভুত, বাপে বানায় পুত ।

নিজের গর্ভজাত সন্তানের উপরও মায়ের অধিকার নেই,

২৫৫ । মা ঝি দুই জাত, ফুফু বাইজি এক জাত ।

মায়ের চেয়েও কেউ যখন বেশী আপন বলে দাবী করে

২৫৬ । মার পুড়েনা মইর পুরে, দাইনী বেটির চড়াৎদি উঠে ।

২৫৭ । মার তাকি আদর করে তার নাম ডাইন (ডাইনি) ।

ছেলের বউকে মেয়ের মত মেনে নেওয়া হয় না, এক্ষেত্রে নারীই হয়ে উঠে নারীর প্রধান শত্রু ।

২৫৮ । মা ঝি যেখানো, বউর জাগা নাই হিখানো ।

জায়গাজমির মত নারীও হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি ।

২৫৯ । মাটি আর বেটি, যার দখলে যায় তার কথা কয় ।

নারীর জন্য একটি মাত্র স্থান রয়েছে যেখানে সে মর্যাদার আসনে আসীন ।

২৬০ । মাই নাই কইতাম, গাঙ্গে নাই ধইতাম ।

২৬১ । মায়ে জানে পুতের বেদন অন্যে জানবো কি
মায়ের বুকের লৌ পুত্র আর ঝি ।

২৬২ । মায়ে বুঝইন পুতের বেদন পুতে জানইন কিতা ।

২৬৩ । মাতাই জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রা ।

২৬৪ । মার মায়া, বটের ছায়া ।

২৬৫ । মাই নাই পুতের আল্লাহ ভরসা ।

২৬৬ । মাইর পুত লুকায় না
গাঙ্গের মুর হুকায় না ।

২৬৭ । বউ মরলে বউ মিলে মা মরলে না ।

২৬৮ । মা মরলে বাপ তালৈ
ভাই বেটা বনের পালৈ ।

২৬৯ । মা দেখলে ঝি উনায়, আগুন দেখলে ঘি উনায় ।

২৭০ । এক সয় মায়, আর এক সয় নায় ।

২৭১ । বাইচ্চার মারে বাঘে খায় না ।

২৭২ । আপদে মাই বিপদে মাই,

মাই ছাড়া আর কেউই নাই ।
২৭৩ । উম মিলে মাইর কোলে ।
২৭৪ । এক খাওয়ায় মাইয়ে আর এক খাওয়ায় গাইয়ে ।

খালা মায়ের মতই মমতাময়ী হতে পারে,
২৭৫ । মার বইন খালা মার তাকি ভালা

বাপের বইন হু কুত্তার নহাকান রুহু ।
২৭৬ । মা তাকি মাসি বাড়ে ।
২৭৭ । কালা ধানের ধলা পিঠা ,মা তাকি মই মিঠা ।
২৭৮ । আপন মই পররে দিয়া
দুইপরি কালে কান্দে কপালে হাত দিয়া ।

অসম্ভব বিষয়ের অবতারণা,
২৭৯ । মাইরে লইয়া হাইর ঘর করা ।
২৮০ । মনের অগোচরে পাপ নাই, মায়ের অগোচরে বাপ নাই ।
যা পাওয়া যায় না, তাই যেন বেশী আকর্ষণীয় ।
২৮১ । যারে দেখছি না তাই বড় সুন্দরী, যার হাতে খাইছিনা হে বড় রান্ধুনী ।

সংসারের সুখ যেন নারীর উপরেই নির্ভর করে,
২৮২ । রাজার সুখে রাজ্যবাস, তিরির সুখে গৃহবাস ।
২৮৩ । শাইস্তা করতে চাও অখুশি বউ গচাও ।
২৮৪ । তিরি গুণে ছনছার , তিরি গুণে সংসার ।
জন্মের পর থেকেই মেয়েদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে শ্বশুর বাড়িই তার প্রকৃত বাড়ি, বাবর বাড়িতে সে কিছুদিনের অতিথি মাত্র,
২৮৫ । লোয়ার গড় কামার বাড়ি, মাইয়ার গড় শ্বশুর বাড়ি ।
২৮৬ । মেয়ে জন্ম কঠিন হয়, ভালবেসে পরকে আপন করতে হয়
২৮৭ । বাপর বাড়ির দালান আর হইর গরর সেসি খান ।

কপটতা বোঝাতে,
২৮৮ । লাজে বউয়ে হা না করে,খাবলা খাবলা গরাস ধরে ।
২৮৯ । নাচতে অয় লেমটা, বাড়ি আইলে দেয় গুমটা ।

নারী যদি অবাধ্য হয় তবে সমাজে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়,
২৯০। শিষ গুরু মানে না বউ
পেটে হালে যায়।

নারী বৃদ্ধ হলেও প্রাপ্য সম্মান পায় না,
২৯১। সাতটা ছুড়ি একটা বুড়ী।
২৯২। সারাদিন আটে পাটে
রাইত অইলে বুড়ী সুতা কাটে।
মুখরা নারী সম্পর্কে পাওয়া যায়,
২৯৩। সাইজ্যা গুইজ্যা রইলা বিবি, ডুলি আইল না চুপার ডরে।
অকৃতজ্ঞতা বোঝাতে,
২৯৪। কার হগদা খাওগো বান্দি, ঠাকুর চিননা।

সৎ মা আমাদের সমাজে এমন একটি খল চরিত্র যে ভাল নয় বলে বদ্ধমূল ধারণা,
২৯৫। হতাই মার মুখখান মধুরসের বাণী
তলে দিয়া জড় কাটে উপরে ঢালে পানি।

উল্লিখিত দুইশত পঁচানব্বইটি প্রবাদ-প্রবচনে নারী সম্পর্কে সিলেট অঞ্চলের সমাজ-পরিবার এবং ব্যক্তিমানসচিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে, এ যেন আমাদের সামগ্রিক সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। একটি স্কচ প্রবাদে যথার্থই বলা হয়েছে, 'As the proverbs so the people'। নারী -আমাদের এ পুরুষ শাসিত সমাজে 'মানুষ' হিসাবে প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। ঠিক একই চিত্র দেখতে পাই সিলেটের প্রবাদ- প্রবচন থেকে । নারীর প্রতি অবহেলা, বঞ্চনা,অমর্যাদা, নির্যাতন-এসবই অত্যন্ত সার্থকভাবে উঠে এসেছে প্রবাদ-প্রবচনে। দৈনন্দিন জীবনাচারে নারীর উপস্থিতি অতি আবশ্যক ও জরুরি হলেও সে যেন বিশেষ কোন এক পণ্য। সৌন্দর্য্য, যৌনতা আর মাতৃত্ব-এ তিনটি বিষয় ছাড়া নারীর ইতিবাচক উপস্থিতি আমাদের চোখে প্রায় পড়েই না। পুরুষের জন্য যা প্রসংশনীয়, নারীর জন্য তা দূষণীয়। শৈশব থেকে আমৃত্যু আদর্শ নারীর জীবনাচার কেমন হওয়া উচিত -তা বিধৃত হয় এসব প্রবাদে। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্য। নারী যেন এমনই এক পরগাছা যা শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী আর বার্ধক্যে পুত্র নামক মহিরূহের আশ্রয়ে সে তার সমগ্র জীবন অতিবাহিত করে।

সহায়ক গ্রন্থ

অজিত কুমার চক্রবর্তী: 'শ্রীহট্টের প্রবাদ', *আকাদেমি পত্রিকা*, ৩য় সংখ্যা, মে ১৯৯০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

১. তোফায়েল আহমেদ: *লোকঐতিহ্যের দশ দিগন্ত*, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৯

২. দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা (সম্পাদিত): *ছিলটে প্রচলিত পই-প্রবাদ ডাক-ডিঠান*, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৮

৩. নন্দলাল শর্মা: *ফোকলোর চর্চায় সিলেট* , বাংলা একাডেমী , আগস্ট ১৯৯৯

৪. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান : *বাংলাদেশের লোককাহিনী*, গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশনী, ডিসেম্বর, ১৯৯৮

৫. মুহম্মদ আসাদ্দর আলী: *চর্যাপদে সিলেটী ভাষা*, আব্দুল নুর, ইউ. কে, ফেব্রুয়ারি ২০০২

৬. মোহাম্মদ সিরাজ হক: *হবিগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা ও প্রবাদ-প্রবচন*, হবিগঞ্জ সাহিত্য পরিষদ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮

৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত): "প্রবাদ-প্রবচন", *বাংলাদেশ সাস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৯*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭

৮. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য : *বাংলার লোক সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৯৫৪